# সমুদ্র যীশু

যীশুকে যেদিন সমুদ্রে দেখে অবাক
হাঙরের মত তেড়ে আসছেন উপকূলে,
স্নানরত যুবক যুবতী কিছু বুঝে ওঠার আগেই-
পা কেটে ফিরে যাচ্ছে লেজারবীমের মত দাঁত, রক্তাভায় লাফিয়ে পড়ছে ঢেউ;
সিমলি বলল, এ রকম সূর্যাস্ত সে কখনো দেখেনি, যুবকযুবতীরা ডানায়
উঠলেই টের পাবে
যীশু তাদের পা কেটে নিয়ে চলে গেছেন। যদিও তারা নিরপরাধ,
কালভেরীর পথে যীশু যখন ক্রশ বহন করছিলেন, যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠলেও নীরবে
হেঁটে
চলেছিলেন বধ্যভূমির দিকে,
এইসব যুবকযুবতী যীশুকে দুয়ো দিতে সেখানে উপস্থিত ছিলো না, সেরকম কে
ান ঘটনা
সমুদ্র -- উপকূলে ঘটছিলো না।
সিমলি বলল, সমুদ্রে কতগুলি ঢেউয়ের ক্রশ আকাঁ হয়ে গেল দেখ; ক্রশ আম
াদের ঔপনিবেশিক
উত্তরাধিকার

যীশু বিনির্মাণে হাঙর হয়ে গেছেন; সময়ের গভীরে তেনার বাস। সিমলি হঠাৎ
পোশাক-আশাক খুলে সমুদ্রে নেমে গেল!
চিৎকার করে বললাম, যেও না - যীশু এখুনি ছুটে আসবেন তোমার দিকে; তে
ামার সিলিণ্ডার
ও ত্রিভুজের লোভে
নুলিয়ার মতন হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবেন গভীর সমুদ্রে।
আমি ভ্যানগঘ না, যে সমুদ্রযীশুকে এঁকে বিতর্ক কুড়োবো; বিনির্মাণে হাঙর
হয়ে তোমাকে
বাঁচাতেও পারবো না;
তোমার সুন্দর পা দুটি, ঝকঝকে ঐর্ষরাই দাঁত কেটে নিয়ে চলে যাবেন যীশু ;
সূর্যাস্ত আরো
গাঢ় লাল,
তারপর কালো; কালো ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে হোটেলে ফেরার সময়
সিমলিকে দেখতে
পাচ্ছি না;
যীশু ঘুরছেন ;ঢেউয়ের যেখানেই গোলচত্র সেখানেই যীশু !
হঠাৎ দেখি এক নুলিয়ার হাত ধরে সিমলি সমুদ্র থেকে উঠে আসছে, তার চুল
থেকে ঝরে পড়ছে
নক্ষত্র,

আর সেই নক্ষত্র মুঠোয়ভারে হোটেলে ফেরার আগেই স্নানরত যুবক যুবতীরা
শেষ সুর্যাস্তের
আলোয়
ফিরে পেল তাদের গোড়ালি।প্রতিটি গোড়ালি জোড়া লাগাতেই সমুদ্র একের
পর এক
বাইবেলের
পাতার মত খুলে গেল ; যার ভেতর হাঙরের হৃদয় হাঙরের জীবন ইতিহাস।
প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক ঝিবিদ্যালয়ের ক্লাশে সিমলিকে বোঝাচ্ছিলেন হাঙরের
দাঁত কিভাবে
শিকার ধরে ;
হাঙর কখনো বিনির্মাণেও যীশুর ভূমিকা নিতে পারে না, অবশ্য উত্তরঅ
াধুনিকেরা .....
সিমলি ভাবছিলো সমুদ্রে দেখা সূর্যাস্তের ভেতর যা যা সে দেখেছিলো যীশুর
কৌতূহলে
তা কি মিথ্যা ? অধ্যাপকের চোখে কেন ভেসে উঠছে হাঙর ? কেন.....

বিপ্লব মাজী

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com